তারিখ ০৮ APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

মানসম্মত শিক্ষা না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ব

হীরেন পণ্ডিত

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪ নাম্বার লক্ষ্য হলো সকলের জন্য গুণগত মানসম্মত শিক্ষা। এটা আসলে সবার জন্যই প্রয়োজন। শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকারের একটি অংশ। মানসম্মত শিক্ষার একটি বড় অন্তরায় হলো প্রশ্নপত্র ফাঁস। প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ওয়াকওভার নিয়ে নাম্বার পাওয়া যেতে পারে, এই নাম্বারে জীবনে তেমন কোনো কাজে আসবে না। শিক্ষা মানসম্মত না হলে সে শিক্ষা গ্রহণ করেও কোনো লাভ হবে না। প্রশ্নপত্র ফাঁস করে একাজটি করে সাময়িক ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা যাবে, কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব এবং জাতি মেধাশূন্য হয়ে যাবে।

আমাদের সকল পাবলিক পরীক্ষাই এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস রোগে আক্রান্ত, কিন্তু এর একটা শেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। এর বিরুদ্ধে সবার সোচ্চার হওয়া জরুরি। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হলেই আমরা এ থেকে মুক্তি পাব। এখনো আমাদের প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা শুনতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে আগেরদিন কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষার কিছুক্ষণ আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এই নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো সফলতা পাওয়া যায়নি। তবে আশার কথা যে, নাগরিক সমাজ ও দেশের অনেক মানুষ এ বিষয় থেকে বের হবার জন্য সরকার ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। সত্যি আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি। প্রশাসন সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও এ ঘটনাগুলো ঘটছে, আবার এগুলো প্রশাসনের নাকের ডগায়ই ঘটছে। তবে প্রশাসনও বসে নেই, প্রত্যেক ঘটনার পর কেউ কেউ ধরা পড়ে, কিন্তু নাটের গুরুরা ধরা পড়ে না। আর পরীক্ষা বাতিল করে নতুন পরীক্ষা নিয়ে সাময়িক সমাধান খোঁজার একটা চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া জরুরি। বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিটি গঠিত হয় কিন্তু কার্যত কিছু হয় কি না আমরা জানতে পারি না।

দেশে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। তার চেয়েও নাজুক অবস্থা জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, যারা উচ্চ শিক্ষা শেষ করছে মুখস্থ বিদ্যার ওপর ভর করে, গতানুগতিক পদ্ধতিতে এমনটি শোনা যায়। আগের দুই-তিন বছর মিলিয়ে ১৫-২০টি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচন করে মুখস্থ করলেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা যায় বলে শোনা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখাও হয়ে গেছে শিটনির্ভর। শিট কয়েকটি পেলেই হলো। শিক্ষকরা ক্লাসে যে দুই-চারটি শিট ধরিয়ে দেন তা পড়লেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এখানে শুধু ফটোকপির ওপর ভরসা করতে হয়। এক সময় লাইব্রেরিতে বসে নোট করার দিন এখন অতীত, ধার করা ফটোকপির ওপর চলছে সব।

প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা সামান্য হলেও বাড়ছে। তবে বাজারে কর্মীর চাহিদা রয়েছে যেসব খাতে, সে সব খাত-সংক্রান্ত বিষয় খোলার হার তেমনভাবে বাড়ছে না। ভালো কোনো বিষয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে চাকরির বাজারে চাহিদা না থাকার বিষয়েই ভর্তি হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী। বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির। অথচ এ বিষয়ে পড়ার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা খুবই কম। এ ছাড়াও যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রয়েছে সেখানেও আসন কম। এক দুই দশক আগেও একজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করত তখন তার বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান সব বিষয়েই ভালো ধারণা থাকত। কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না। আশার কথা এই যে, সরকারি কলেজগুলোকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এতে উচ্চশিক্ষার মান কিছুটা হলেও বাড়বে। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যেসব কলেজ থাকবে সেখানে সিলেবাস, কোর্স পদ্ধতি ও পরীক্ষায় বড় পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের পড়ালেখায় স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার সমন্বয় ঘটাতে হবে। আর যেসব কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। যে কোনো দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ। আর শিক্ষিত মানব সম্পদের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা। এই মানসম্মত শিক্ষা দেশের অগ্রগতির জন্য খুব প্রয়োজন।

● লেখক : উন্নয়ন গবেষক